যায়যায়দিন

তারিখ 0-6-JAN 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

নৌ বিদ্যালয়

নদী তীরবর্তী অঞ্চলের শিশুদের জন্য আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বয়ে সাধারণ শিক্ষা প্রদান
কৃষি পদ্ধতির ধারণা পৌছে দেয়ার ব্রত নিয়ে সিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থা নামে একটি বেসরকা
নৌকা স্কুল, ৩০ হাজার বইয়ের নৌ গ্রন্থাগার এবং মোবাইল ইন্টারনেট শিক্ষার এক বিশাল
সিরাজগঞ্জের চলনবিল অধ্যুষিত আট উপজেলার নদী, খাল, বিল ও জলাশয় এলাকার সু
সুবিধা পৌছে দিয়ে প্রমাণ করছে– নদী কখনো তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে বাধা হতে পারে না
উন্নয়ন ও শিক্ষা বিকাশের একটি অন্যতম মাধ্যম। সিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থা নদী তীরবর্তী মা
ও অন্যান্য তথ্য। ব্যতিক্রমী এ নৌকা স্কুল, লাইব্রেরি ও মোবাইল ইন্টারনেট শিক্ষা ইউনিট
হিসেবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছে। চলনবিল এলাকা ঘুরে এসে

বিদ্যালয় যাচ্ছে শিক্ষার্থীর

শা

সিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী পরিচালক আবুল হাসানাত মোহাম্মদ রেজোয়ান বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার তিনটি প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা ও মেঘনার ৯২ ভাগ পানিই বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে থাকে, যা পৃথিবীতে তৃতীয় সর্বোচ্চ আমাজান ও কঙ্গো প্রবাহের পরই এর অবস্থান। নদীনির্ভর যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে দেশের নদী অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষই বর্ষা মৌসুমে গৃহবন্দি হয়ে পড়ে। এসব এলাকার লোকজন বিদ্যুৎ, টেলিফোন, তথ্যপ্রযুক্তি ও আধুনিক শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। বিশ্ব ব্যাংকের মতে, বাংলাদেশের নদী তীরবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল বর্ষাকালে চার-পাচ মাস পানিতে তলিয়ে থাকে এবং বছর বছর বন্যার কারণে সরকার আজ পর্যন্ত এসব স্থানে চলাচলের জন্য পর্যাপ্ত স্থায়ী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। নদী তীরবর্তী হাওর, বিল ও সাগর এলাকায় বিদ্যুৎ ও টেলিফোন সুবিধা এখনো পুরোপুরি গড়ে ওঠেনি। যার ফলে এসব অঞ্চলের প্রায় তিন কোটি লোক প্রয়োজনীয় আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ও শিক্ষার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরোর তথ্য মতে, বাংলাদেশের ৫০ ভাগ মালামাল নৌপথে পরিবহন করা হয় এবং ৩০ ভাগ মানুষ তাদের দৈনন্দিন চলাচলের জন্য নৌপথের ওপর এখনো নির্ভরশীল। কৃষি প্রধান বাংলাদেশের কৃষি চাষাবাদের জন্যও নদী অপরিহার্য। নদী বিধৌত এসব এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা এতোটাই খারাপ যে, এখানকার ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেতে পারে না। জানতে পারে না তথ্যপ্রযুক্তিতে বিশ্ব আজ কতোদূর এগিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও এসব অঞ্চলের লোকজনের আর্থিক দৈন্যদশাও তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা গ্রহণে একটি বড় সমস্যা। এসব বিষয় বিবেচনা করে স্কুলটাই তাদের ঘরের দুয়ারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ফলে পড়াশোনা করাটা তাদের জন্য এখন অনেক সহজ হয়ে পড়েছে। নৌকায় মোবাইল ফোন, কমপিউটার মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও বইপত্র গ্রামের মানুষের জন্য শিক্ষা ছাড়াও পরিবেশে উপযোগী চাষাবাদ পদ্ধতি, মানবাধিকার ও স্বাস্থ্যসেবার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। তিনি আরো জানান, সৌরশক্তি ব্যবহার করে নৌকাগুলোতে কমপিউটার চালানো হচ্ছে। সিধুলাই সংস্থা বর্তমানে চলনবিলের বিস্তীর্ণ এলাকায় ৬০টি নৌকা স্কুল পরিচালনা করছে। আগামীতে আরো আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন নৌকার সংখ্যা বাড়ানো হবে বলেও তিনি জানান। সিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থা তাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্যে অটল। তারা লক্ষাধিক মানুষকে শিক্ষাদান এবং আত্মনির্ভরশীল করে তোলার লক্ষ্য স্থির করেছে। নদীর পরিবেশ দূষণের উৎস রোধসহ ফসলে কীটনাশক ব্যবহার কমানো, কৃষি উৎপাদনশীলতা ও কৃষকের আয় ৮০ শতাংশে উন্নীত করা ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সিধুলাই।

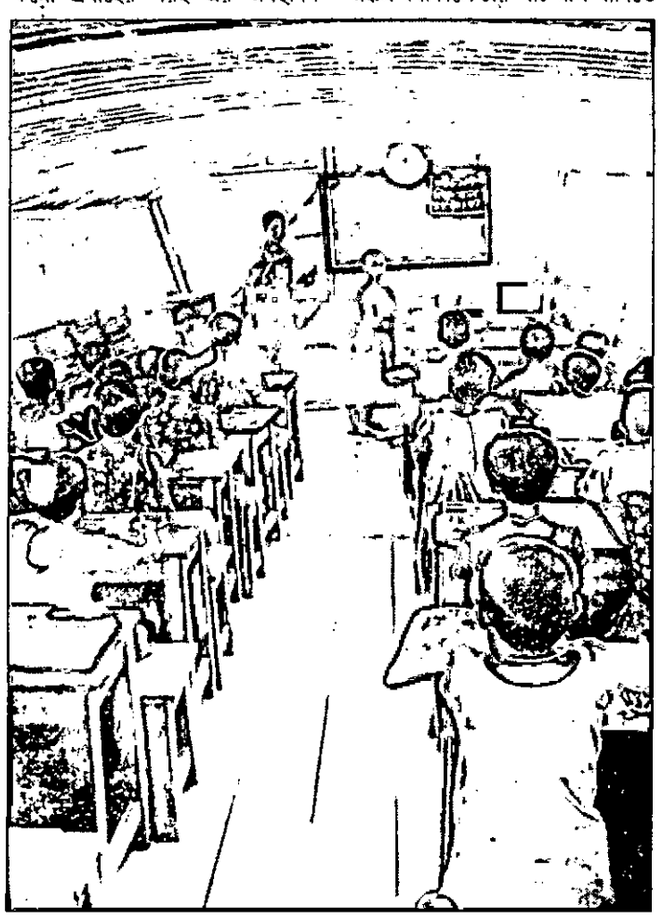

নৌকা স্কুলের একটি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করছে

নৌকা স্কুলের শিক্ষার্থীদের অনুভূতি

এলাকার অতি পরিচিত একটি ভ্রাম্যমাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নৌ বিদ্যালয় প্রতিদিন নদীনালা, খাল-বিল ও জলাশয়বেষ্টিত এলাকায় অতি সহজে প্রবেশ করে থাকে। এভাবে নৌকা স্কুল নির্দিষ্ট পয়েন্ট ও বাড়ি বাড়ি

সিধুলাই

অ. পু. গ্র.